Available online at http://www.ijims.com

ISSN - (Print): 2519 – 7908 ; ISSN - (Electronic): 2348 – 0343

IF:4.335; Index Copernicus (IC) Value: 60.59; UGC Recognized -UGC Journal No.: 47192. 1st July

রবীন্দ্র পূর্ববর্তী বাংলা রূপক নাটকে প্রবোধচন্দ্রোদয়ের প্রভাব

Influene of Prabodhchandrodaya in the Bengali Allegorical Dramas composed in the Pre-Rabindranath era

অর্ণব পাত্র, সংস্কৃত বিভাগীয় অধ্যাপক, আশুতোষ কলেজ, LmL¡a¡z

Abstract:
In Sanskriti Literature Allegorical Drama expresses a meaning which is symbolic. In most of the allegorical dramas there is a specific story or situation. Here the outword plot, characters and other dramatic elements are not so important, important is the inner meaning. The Sanskrit allegorical drama Prabodhchandradaya is undoubtedly the first remarkable drama that reflects the allegorical aspects. In Bengali literature we also find the influence of Prabodhchandrodaya in the dramas composed in the Pre-Rabindranath era.

Key words : h¡wm¡ p¡¢qaÉ, Ih¢Œc fhhaÑ, l¦fL e¡VL, f¡i¡hz

Article

রূপক নাটকে অমূর্ত মনোভাবকে চরিত্রে পরিণত করা হয়। এখানে চরিত্রগুলি বিশেষ কতকগুলি ভাবের বা মানসিক অবস্থার প্রতীক মাত্র। রূপক নাটক সৃষ্টির কারণ বিশিষ্ট মতবাদের প্রচার বা নৈতিক উপদেশ সম্বন্ধে শিক্ষাদান। সংস্কৃত সাহিত্যে এই রূপক বা প্রতীকধর্মী নাটকের সংখ্যা খুব বেশী নয়। তবে একথা মানতে হবে যে, যতকগুলি এ ধরণের সংস্কৃত রূপক নাটক আছে তাদের মধ্যে একাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কৃষ্ণমিশ্র রচিত প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকটিই সবচেয়ে বেশী সফলতা পেয়েছে।

প্রবোধচন্দ্রোদয় শব্দের অর্থ হল আধ্যাত্মিক উপলব্ধি রূপ চন্দ্রের উদয়। এই আধ্যাত্মিক উপলব্ধি বা প্রবোধরূপ চন্দ্রোদয়ের বিষয় বর্ণিত হওয়ায় নাটকটির নামকরণ করা হয়েছে প্রবোধচন্দ্রোদয়। মানবের চিত্তবৃত্তিসমূহ এই নাটকের পাত্রপাত্রী রূপে কল্পিত হয়েছে। এই নাটকের বহিরঙ্গ ঘটনা হল দুটি বংশের মধ্যে পারিবারিক কলহ। এই নাটকের প্রধান চরিত্র পুরুষ। তাকে কেন্দ্র করে এবং তার মুক্তির জন্যই নাটকীয় ঘটনাসমূহ আবর্তিত হয়েছে। পুরুষের পত্নী মায়া এবং তাদের একমাত্র পুত্র মন। মনের দুই পত্নী-প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি। প্রবৃত্তির সন্তান মোহ এবং নিবৃত্তির সন্তান বিবেক। দুই প্রতিদ্বন্দ্বী রাজা মোহ ও বিবেক নিজেদের উন্নতির জন্য সচেষ্ট। রাজা মোহের পক্ষে আছেন- কাম, রতি, ক্রোধ, হিংসা, লোভ, মিথ্যাদৃষ্টি প্রভৃতি এবং এদের বিচার বুদ্ধি চার্বাক, কাপালিক, সোমসিদ্ধান্তের দ্বারা প্রভাবিত। অন্যদিকে রাজা বিবেকের পক্ষে আছেন- মতি, ধর্ম, করুণা, মৈত্রী, শান্তি, শ্রদ্ধা, ক্ষমা, সন্তোষ, বস্তুবিচার ও ভক্তি প্রভৃতি এবং এদের বিচার বুদ্ধি প্রভাবিত হয়েছে উপনিষদ তত্ত্বের দ্বারা। মুক্তিক্ষেত্র বারাণসী উভয়পক্ষের সংগ্রামের কেন্দ্রস্থল। নাটকে দেখা যায় দেবী সরস্বতী বিবেকের সৈন্যদলের পুরোবর্তিনী হবার পরে চার্বাক ও অন্যান্য নাস্তিক দল বিবেকের সৈন্যদলের কাছে পরাজিত হল ও পুরুষের মনে প্রবোধের উদয় হল।

প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকটিতে সফল নাটক সৃষ্টির বহু উপাদান উপস্থিত। এতে অদ্বৈতবেদান্ত ও বিষ্ণুভক্তির সমন্বয়ে গভীর দার্শনিক তত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে। মনঃস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ এবং মানব মনের অন্তর্দ্বন্দ্বের বর্ণনা থেকে নাট্যকারের গভীর অনুভূতি, অভিজ্ঞতা ও বিচার বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া য¡uz কৃষ্ণমিশ্রকে সংস্কৃত রূপক নাট্যধারার স¡bL f¢bLv hm¡ k¡uz

পরবর্তীকালে প্রবোধচন্দ্রোদয়ের অনুপ্রেরণায় সংস্কৃতে এই শ্রেণীর কিছু নাটক রচিত হয়েছে, যদিও সেগুলি প্রবোধচন্দ্রোদয়ের মত সফলতা লাভ করেনি। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নাটক হল- যশঃপাল রচিত মোহরাজপরাজয়, বেদান্ দেশিক রচিত সঙ্কল্প সূর্যোদয়, পরমানন্দ সেন বিরচিত চৈতন্য চন্দ্রোদয়, ভূদেব শুক্ল বিরচিত ধর্মবিজয়, গোকুল নাথের অমৃতোদয়, সামরাজ দীক্ষিত বিরচিত শ্রীদামচরিত, বেদকবির বিদ্যাপরিণয় ও S¢he¡e¾c, h¡c¡Q¡k k¢al¡S ¢hSu f¡i¢az

বাংলা সাহিত্যেও আমরা রূপক সাংকেতিক নাট্যধারায় সংস্কৃত রূপক নাটকের প্রভাব বা ছায়া লক্ষ্য করি। যদিও ব¡wm¡ l¦fL সাংকেতিক নাট্যধারায় শ্রেষ্ঠ রূপকার হিসেবে রবীন্দ্রনাথকে গণ্য করা হয়, তবুও রবীন্দ্র পূর্ববর্তী সময়ে রচিত বেশ কিছু এই ধরনের বাংলা নাটকে সংúa রূপক নাটক বিশেষত: প্রবোধচন্দ্রোদয়ের ছায়া বা প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এ প্রসঙ্গে ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ঈশ্বর গুপ্ত বিরচিত বোধেন্দুবিকাশ নাটকেl e¡j¢V প্রথমেই স্মরনে আসে। নাটকটি প্রবোধচন্দ্রোদয়ের বাংলা অনুবাদ করে রচিত হয়েছে। তবে বোধেন্দু বিকাশ নাটকটি সংস্কৃত প্রবোধচন্দ্রোদয়ের হুবহু অeh¡c নয়। এখানে কিছু কবিকল্পনার আশ্রয়ও নেওয়া হয়েছে। এর চরিত্রগুলি হল- মদন, রতি, বিবেক, উপনিষদ, বিদ্যা প্রভৃতি। এই নাটকেও দেখা যায় Ef¢eoc দেবীর গর্ভে কন্যা জন্মগ্রহণ করেছে এবং সেই বিদ্যা মায়াকল্পিত জগৎকে বিকাশ করেছে। এই ঘটনার বাহ্যিকতার অন্তরালে একটি নিগূঢ় অর্থ বিদ্যমান। ত¡ হল বিবেক-উপনিষদ দেবীর মিলনে যে তত্ত্বজ্ঞান জন্মায় তাতে পুরুষ মুক্তি লাভ করে। লক্ষ্য করলে দেখা যায় এই নাটকের কাহিনী ও পরিণতির মধ্যে Q¡র্বাক দর্শনের বস্তুধর্ম প্রকাশিত হয়েছে এবং তা নাটকীয় চরিত্রের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে। এটি প্রবোধচন্দ্রোদয়ের বঙ্গানুবাদে রচিত হবার কারণে আদ্যো¡f¡¿ প্রবোধচন্দ্রোদয়ের প্রভাবান্বিত।

বাংলা ১২৮৬ সালে রাজকৃষ্ণ রায় রচিত ভারতসান্ত্বনা নামক রূপক নাটকটি প্রকাশিত হয়। ভারতের শেষ রাজা পৃথীরাজ যুদ্ধে অন্যায় ভাবে নিহত হলে ভারত পরাধীন হয়। পরাধীনতায় আবদ্ধ ভারত এক শতাব্দী ধরে যে নৈরাশ্য ও বিষাদের মধ্যে কাটায় তার কাহিনী এই নাটকে

বিন্যস্ত হয়েছে। প্রবোধচন্দ্রোদয়ের মতো এতেও ঐক্য, সাহস, ভারতমাতা প্রভৃতি রূপকাত্মক চরিত্র রয়েছে। এখানেও বিমূর্ত চরিত্র মূর্তিগ্রাহী হয়ে উঠেছে। এটিও সমকালীন ঘটনা অবলম্বনে রচিত।

হারাণ চন্দ্র ঘোষ ভারত দুঃখিনী নামক একটি নাটক রচনা করেন। এর প্রকাশ কাল ১২৮২ বঙ্গাব্দ। একটি একটি পৌরাণিক রূপক নাটক। নাটকে ভারতী হল দুঃখিনী, দুর্ভাগ্যবতী এই ভারতবর্ষ, যার বিষণ্ন মানব প্রতিক্রিয়া রূপান্তরিত হয়েছে এই নাটকে। প্রবোধচন্দ্রোদয়ের মত এখানেও নীতি ধর্ম সর্বত্র ছড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। চরিত্রের সংলাপ স্বগতোক্তি, নৈরাশ্য, হতাশার ছবি মাঝে মাঝে ধরা পড়ে। প্রবোধচন্দ্রোদয়ের মত এখানেও অনেক চরিত্রের ভীড়। এখানেও দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে দিনযাপনের চিত্র আছে। এটিও দেশের সামাজিক জীবনের রূপক নাটক। এর কাহিনী, চরিত্র বিeÉ¡p J নামকরণে সরল রূপকধর্মিতা লক্ষ্য করা যায়।

ভারতমাতা একটি বাংলা রূপক নাটক। এর রচয়িতা কিরণ চন্দ্র বন্দ্যোপাদ্যায়। শিশির কুমার ঘোষ রচিত একটি কবিতা অবলম্বনে নাটকটি রচিত। অত্যাচারী ইংরেজ সাহেবের অত্যাচারে ভারত সন্তানদের কান্না ও ভারতমাতার আর্জি এর বিষয়বস্তু। নাটকটিতে সমকালীন দেশপ্রেমের এক মনোজ্ঞ চিত্র ধরা পড়েছে। ধৈর্য ও ঐক্যতা এই নাটকে দুটি পূর্ণাঙ্গ রূপকধর্মী চরিত্র। এছাড়া ভারত মাতাও অপর এক রূপক চরিত্র। প্রবোধচন্দ্রোদয়ের মত এখানেও অন্তর্নিহিত তত্তব ভাবনা প্রকাশিত হয়েছে। এখানেও উপস্থাপন ও প্রয়োগ রীতি সরল। এই নাটকেও দেশাত্মবোধ ও সত্যের হয় ঘোষিত হয়েছে। যদিও প্রবোধচন্দ্রোদয়ের মত এই নাটকের সব চরিত্র রূপক নয়, তবে এর মূলভাব রূপকধর্মী।

মধুসূদন দত্তের পদ্মাবতী নাটকটি রচিত হয় ১৮৬০ সালে। এর কাহিনী গৃহীত হয়েছে গ্রিক পুরাণের 'অ্যাপল অফ ডিসলর্ড' থেকে। এখানে নাটকের দ্বন্দ্বের কেন্দ্রবিন্দু রূপে উপস্থাপন করা হয়েছে নারীর ঈর্ষাকে। এই ঈর্ষা একটি বিমূর্ত ধারনা হলেও কাহিনীর গ্রন্থনায় ও চরিত্র নির্মাণে তাকে ব্যক্তিসত্তা রূপে কল্পনা করা হয়েছে। প্রবোধচন্দ্রোদয়ের মত এখানেও রূপকধর্মী শব্দাবলীকে নাটকীয় চরিত্র হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। যেমন- L¢m, I¢a, রমণ, বসুমতী, মাধবী ইত্যাদী। সুতরাং আমরা দেখি প্রবোধচন্দ্রোদয়ের মত এখানেও তত্ত্ব, আদর্শ বা গুণবাচক শব্দীবলীতে চরিত্রায়ণ হয়েছে, যা এই নাটকের রূপক প্রবণতাকে সুনিশ্চিত করেছে। সুতরাং সবদিক বিচার করে বলা যায় পদ্মাবতী নাটকটি প্রবোধচন্দ্রোদয়ের প্রভাব পুষ্ট।

গিরীশ চন্দ্র ঘোষ বাংলা নাট্যসাহিত্যের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি সর্বমোট ৭৫টি সম্পূর্ণ ও চারM¡e ApÇfZ e¡VÉp¡¢qaÉ lQe¡ করেন। এর মধ্যে বেশ কিছু নাট্য সৃষ্টি রূপকধর্মী ও রূপকাভাস সম্পন্ন। এর মধ্যে 'অশ্রুধারা' নাটকটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যে ভারতীয় জীবনে যে বিপুল শূণ্যতার সৃষ্টি করেছিল তা যথাযথ ভাবে রূপকধর্মী চরিত্রের মাধ্যমে এই নাটকে ব্যক্ত করা হয়েছে। এর রূপকধর্মী চরিত্রগুলি হল- ভারতমাতা, দুর্ভিক্ষ, প্লেগ, অরাজকতা ইত্যাদি। সুতরাং আমরা লক্ষ্য করছি প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের মত এখানেও রূপক ধর্মী চরিত্রের ছড়াছড়ি। এর রূপL রীতি সরল। এরও কাহিনী বিন্যাসে সমকালীন পটভূমি সাছে। প্রবোধচন্দ্রোদয়ের মত এখানেও বিমূর্ত জীবনবোধ মূর্ত হয়ে উঠেছে এবং বিমূর্ত জীবনবোধ মূর্ত হয়ে উঠেছে এবং বিপরীতধর্মী চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে এবং সবশেষে সত্যের জয় ঘোষণা করে এক আনন্দঘন পরিবেশ রচনা করে নাটকটি সমাপ্ত হয়েছে। সুতরাং অশ্রুধারা নাটকটিতেও যে সংস্কৃত প্রবোধচন্দ্রোদয়ের প্রভাব রয়েছে তা বলা যায়।

কোন সাহিত্যই কাল্পনিক অমৃতফলের মতো আকাশ থেকে পড়েনা। প্রতিটি সাহিত্য রচনার পিছনেই তার পূর্বজ সাহিত্যিকদের বা অন্যকোন ভাষার সাহিত্যের প্রভাব থেকে যায়। তেমনি ভাবে আমরা লক্ষ্য করি সংস্কৃত রূপক নাটক প্রবোধচন্দ্রোদয়ের প্রভাব বাংলা সাহিত্যেও রবীন্দ্র পূর্ববর্তী বেশ কিছু রূপক নাটকে প্রতিফলিত হয়েছে।

pq¡uL f¿f"£:

১. প্রবোধচন্দ্রোদয় (কৃষ্ণমিশ্র), এস. কে. নাম্বিয়ার, ১৯৭১।

2. l¡SLo· l¡u N¿¡hm£, 1290 h‰¡ëz

3. i¡la cx¢Me£ - হারাণ চন্দ্র ঘোষ, ১২৮২ বঙ্গাব্দ।

4. ¢N¢l£n lQe¡hm£ (2u Mä), 1971z

৫. আধুনিক বাংলা সাহিত্যে রূপক ও প্রতীক --X. ASu l¡u, 2007z

৬. নাটকের কথা - X. A¢Sa কুমার ঘোষ, ২০০৬।